হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
(সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম)

বিখ্যাত ‘ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম’ এবং ‘নূর তত্ত্ব’
গ্রন্থদ্বয়ের লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও গবেষক

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

মমতাজুল মুহাদ্দিসীন (এম.এম) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া চট্টগ্রাম হতে
বি.এ অনার্স, এম.এ(এরাবিক), পি-এইচ.ডি. (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
সাল াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল াম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
০১৮১৭-০৭২২৫৪
dr.abdulhalimbd@gmail.com

ই. মু. ফা. গবেষণা-০০৩
ই. মু. ফা. প্রকাশনা-২০১৪/৩

প্রথম প্রকাশ :
রজব - ১৪৩৫ হি.
মে - ২০১৪ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ :
আগষ্ট - ২০১৪ইং
তৃতীয় প্রকাশ :
১২রবিউল আওয়াল - ১৪৩৭ হি.
২৫ডিসেম্বর - ২০১৫ ইং
গ্রন্থ স্বত্ত্ব : গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক :
আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ,
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সহযোগিতায় :
আলহাজ্ব জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর

নামকরণঃ মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম নুরুল্লাহ
প্রচ্ছদ : ডা. মুহাম্মদ আখতার আমীন চৌধুরী

হাদিয়া : ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান : রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।
মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম।
কম্পিউটার কম্পোজ :
সাদী কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স ,আন্দরকিল-া, চট্টগ্রাম। ০১৮১৫-১৩১৬৪০

REDOER AYNAI NABI KARIM (Sallallaho Alaihi Wasallam) [The Prophet Sallallaho Alaihi Wasallam In Our Soul] by Dr. Mohammad Abdul Halim in Bangla and Published by Mohammad Nurunnabi, Director Publication Department, Al-Imam Muslim (Rh.) Foundation, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. May- 2014, 2nd Edition: August-2014, 3rd Edition: December-2015

উৎসর্গ

মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল-াত
ইমামে আহলে সুন্নাত
পীরে ত্বরীকত
শামসুল মুনাযিরীন
তাজুল 'উলামা
বদর"ল ফুদ্বালা
'আশেক্বে রাসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম
হযরতুল **'আল-ামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আযীযুল হক**
শেরে বাংলা রহমতুল-াহি তা'আলা 'আলাইহি
এর
করকমলে অর্পন করলাম।

সূচীপত্র

১. হযরতুল আল-ামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক ফারুকী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত - ৬
২. শায়খুল হাদীস হাফেয মুহাম্মদ সুলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত -৮
৩. ভাইস-চেয়ারম্যান-এর কথা -১০
৪. প্রকাশকের বক্তব্য
৫. মুখবন্ধ
৬. হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম
৭. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক
৮. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রং মোবারক
৯. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চোখ মোবারক
১০. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মোবারক
১১. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাক মোবারক
১২. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ওষ্ঠ ও দাঁত মোবারক
১৩. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জিহ্বা মোবারক
১৪. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দাড়ি ও চুল মোবারক
১৫. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গর্দান/স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ মোবারক এবং মোহরে নবুয়্যত
১৬. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বগল মোবারক
১৭. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাত ও বাহু মোবারক
১৮. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ ও ক্বলব মোবারক
১৯. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পেট মোবারক
২০. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চরণ মোবারক
২১. নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পোষাক মোবারক
২২. উপসংহার
২৩. গ্রন্থপঞ্জি

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টামন্ডলীর সম্মানিত সভাপতি, পীরে কামিল, মুরশিদে বরহক্ব হযরতুল 'আল-ামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ফার"ক্বী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

الحمد لله رب العٰلمين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين وعلى اٰله واصحابه اجمعين. امّا بعد ـ

আরশ, কুরছি, লাওহ, কলম, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রসহ আঠার হাজার মাখলুকাত আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর এক কত্রা ঝলক মাত্র। আল-াহ তা'আলা নিজেকে প্রকাশের জন্য তাঁরই প্রিয় হাবিবকে নির্বাচন করেছেন। আল-াহ ছিলেন গোপন ভান্ডার তাঁরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন। আল-াহ কেমন সুন্দর তার বর্ণনা বিরল। তাঁর সৌন্দর্যের সাক্ষী নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম। কেন নয়? নবী করীম স্বয়ং আল-াহর দর্শনে মত্ত থাকেন।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا + جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑں درود

"আর কি অদৃশ্য আপনার থাকতে পারে যখন স্বয়ং আল-াহই আপনার অদৃশ্য নয়, আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ"

কিন্তু আল-াহর হাবীবকে এমন অতুলনীয়, উপমাবিহীনভাবে সৃষ্টি করে আল-াহর সৌন্দর্যের বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল-াহ অদ্বিতীয় একক মহান সত্ত্বা যাঁর কোন তুলনা নেই। স্বীয় হাবীবকে এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছেন যাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সাহাবীগণ (রা.) নিজেদের ধন-দৌলত ও জান-প্রাণ কুরবান করেছেন অকাতরে। তাইতো সৈয়্যেদিনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বলেছেন, "ইয়া রাসূলাল-াহ! আপনার দিকে চেয়ে থাকা আপনার সামনে বসে থাকা আপনার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করাই হলো আমরা নিকট খুবই প্রিয়"

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন "নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম -এর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। যদি তাঁর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা হতো তাহলে আমাদের চক্ষু তাঁকে দেখতে সক্ষম হতো না।"

সাহাবীগণ (রা.) তাঁকে চন্দ্র ও সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ পৃথিবীতে এ দুটির চেয়ে অধিক সুন্দর তৃতীয় কোন বস্তু নেই। তা নাহলে কোথায় চন্দ্র সূর্য আর কোথায় আমার নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। আমার নবীর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর থেকে ফুয়ুজাত গ্রহন করে সাহাবীগণ (রা.) এক একজন অতিউজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছেন।

আমার হেধন্য বিশিষ্ট গবেষক, ইসলামী চিন্ড়াবিদ মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নুরানী অবয়ব মোবারকের কিঞ্চিৎ বর্ণনা তুলে ধরেছেন অত্র **"হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম "** গ্রন্থে। যা পাঠ করলে আমার নবী সম্পর্কে সামান্য ধারনা লাভ করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সাথে সাথে নবীর প্রতি আন্ড়রিক মুহাব্বত ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ পাবে এবং একথা জানা যাবে যে, আমরা এমন নবীর উম্মত যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট সর্বগুণে গুনান্বিত, রহমতের ভান্ডার, উম্মতের কান্ডারী, ইহকালিন সুখ-শান্ড়ি ও পরকালিন মুক্তিদাতা আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম।

আমি লেখকের কল্যাণ কামনা করি। যাতে তিনি আল-াহ তা'আলা ও তাঁর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কাছে গৃহীত হন। আল-াহ তা'আলা আমাদের খেদমতকে কবুল কর্ন। আমীন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক ফার্কী)

এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উস্ড়ুযুল ‘উলামা হযরতুল ‘আল-ামা, আলহাজ্ব মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (মা.জি.আ.)-এর

অভিমত

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين قائد الغر المحجلين الذى شرح الفرقان باحاديثه و بيانه القويم و كشف عن اسراره غوامضه لهداية الناس اجمعين و انقذنا بحسن سيرته من الظلمات و الضلال المبين و على اله الطيبين و اصحابه الطاهرين الذين باشاعة الدين المتين و على ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين و على جميع الأئمة التابعين من المفسرين و المحدثين المخلصين الكاملين الى يوم الدين

اما بعد!

আল-াহ তা‘আলা অতি সুন্দর, তিনি সুন্দরকেই ভালবাসেন। তাই তিনি এ বিশ্ব ভ্রাম্মন্ডকে অতি চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। বিশ্ব জগতের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী চিন্ড়াশীল মননে রেখাপাত করে। সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, কুলকায়েনাতের রূহ হলেন তাঁরই প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম। আল-াহর সৌন্দর্যের বহির্প্রকাশ ঘটেছে ‘জামালে মোস্ড়ুফা’ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মধ্যে। তিনি তাঁকে এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যাঁর তুলনা বিরল। অতুলনীয়, অনিন্দ্য সুন্দর ও অতি আকর্ষণীয় মনোহর বর্ণের এ মহানবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং এরশাদ করেছেন “ **أنا مرأة جمال الحق** ”আমি আল-াহ তা‘আলার সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ। ড. ইকবাল (রহ.) কতই না সুন্দর বলেছেন-

مصطفےٰ آئینہ روئے خداست + منعکس دروے ہمہ خوئے خداست

মোস্ড়ফা সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম খোদা দর্শনের দর্পণ, তিনি আল-াহর সমুদয় চরিত্রের/গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, চলমান সূর্যের ন্যায় আলোক উজ্জ্বল, যাঁর আলোকচ্ছটা রাতের অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হতো। তিনি আল-াহর নূর থেকে সৃষ্টি। নূরানী এ মহামানবের শারীরিক গঠন ও তাঁর অতি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। মানুষ তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দেখে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তাইতো তাঁরা নিজেদের সব কিছুই নবীর জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

নবী করীম রউফুর রাহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর শারীরিক সৌন্দর্য ও এর অতি আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত অত্র **“হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম”** পুস্ড়িকাটি আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম রচনা করেছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য সূত্রে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কিঞ্চিত সৌন্দর্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যাকে **“জামালে মোস্ড়ফা”** বলা হয়। যদিও নবীজীর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। কবি শেখ সা‘আদী (রহ.) যথার্থই বলেছেন-

لایمکن الثناء کما کان حقہ + بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

“অসম্ভব বয়ান করা আপনার শান
বলা যায় শুধু আল-াহর পরই আপনার স্থান”।

পাঠক অত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সৌন্দর্য সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করতে পারলেই লেখকের কষ্ট স্বার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল-াহ লেখককে হায়াতে তৈয়্যবা দান কর“ন আমিন।

আমি এ পুস্ড়িকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

(আলহাজ্ব হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী)

ভাইস-চেয়ারম্যানের কথা

রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম হলেন মুমিনের ঈমান, আর ঈমানের মূলদাবী হলো নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে ভালবাসা। নবীকে ভালবাসা অর্থ হলো আল-াহ তা'আলাকে ভালবাসা। মুসলমানদের এটা মৌলিক 'আক্বিদা বিশ্বাস। সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন হলেন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। নিজ কুদরতী হাতে অনিন্দ্য সুন্দর ও অতুলনীয়-উপমাবিহীনভাবে মহান আল-াহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্যতা ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে নিজেদের জান-মাল কুরবান করেছেন অকাতরে। পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোন নযীর নেই। তিনিও (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) নিজ করুণা-স্নেহ, মায়া-মমতায়, তাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। দোযখী থেকে বেহেস্তী বানিয়েছেন। বর্বর অশিক্ষিত একটি জাতিকে সাফল্য ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহন করিয়েছেন। তাঁদেরকে সভ্যতার মহাকাশে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল নক্ষত্র বানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকেই অনুসরণ করা হউক না কেন মুক্তি নিশ্চিত হবে।

আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, বিখ্যাত **'ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম** এবং **'নূর তত্ত্ব'** গ্রন্থদ্বয়ের লেখক মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী বশরী অবয়বের একটি ধারণা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তা-ই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মূমিনের ঈমান জাগরুক করার জন্য বইখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলের খেদমত কবুল করুন। আমিন !

মুহাম্মদ আলমগীর
ভাইস-চেয়ারম্যান

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের বক্তব্য

সমস্ড় প্রশংসা মহিয়ান গরিয়ান আল-াহ তা'আলার জন্য, যিনি স্বীয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, অনন্য-উপমাবিহীনভাবে সৃজন করেছেন। যাকে সর্বশেষ নবী ও সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, কর্ণার আধার ও উম্মতের কান্ডারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যাঁর রূপ-সৌন্দযের বর্ণনা বিরল। যিনি চলমান সূর্যের ন্যায় দ্যদীপ্যমান। পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় অতি উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের ছিলেন বলে সাহাবীদের (রা.) মূখনিঃসৃত বাণী থেকে প্রতিয়মান হয়।

আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিভিন্ন গুর্ত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পর্যালোচনা পুর্বক নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী শরীর মোবারকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যা মূমিন-বিশ্বাসীকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গবেষণা ও সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন মুসলিম সমাজে অত্র গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুর্ত্ব অনুধাবন করতঃ প্রকাশের এক যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য-উপাথ্য ও দলীল-প্রমাণ খুবই নির্ভর যোগ্য। গ্রন্থটির উপস্থাপনা দেখে এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার সম্মানিত শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান হযরতুল 'আল-ামা হাফিয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী মা.জি.আ. সন্ড়োষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর গুর্ত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অত্র প্রকাশনায় মুদ্রণ প্রমাদও থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি কোন ভুল-ভ্রান্ড়ি নযরে আসার পর আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশা-আল-াহ।

যাঁদের সহযোগিতা ও মহানুভবতায় গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে তাঁদের সবাইকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলের নবীপ্রেম ও মুহাব্বত কবুল কর্ন। আমিন !

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

মুখবন্ধ

نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم و على اله و اصحابه اجمعين اما بعد!

আমি আমার নই। আল-াহ রাসূল সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামের। বৈচিত্রে ভরপুর সৃষ্টির রূপায়নে আল-াহ তা‘আলার বিস্ময়কর কলাকৌশল চিন্ড়াশীল মননে গভীর রেখাপাত করে। সৃষ্টি জগতের প্রাণ, করুণার আধার আল-াহ তা‘আলার প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর মোবারক আল-াহ তা‘আলার প্রথম সৃষ্টি। সে নূর মোবারক হতে অনন্ড় অসীম দয়ালু প্রভু তাঁর পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন করেছেন সুনিপুনভাবে যাতে কোন ধরণের খুঁত নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে বাশরীয়তের অবয়বে সমগ্র সৃষ্টির নবী ও রাসূল রূপে প্রেরণ করে সৃষ্টি জগতের প্রতি তিনি বড়ই ইহসান করেছেন। যাঁর কোন তুলনা-উপমা নেই। যাঁর পদতলে ধরণীতল, যাঁর সৌন্দর্য ও ভালবাসায় বিমুগ্ধ হয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষ নিজেদের জীবন, ধন-দৌলত অকাতরে বিলিন করে ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করেছেন। মিসরের রমনীকুল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ-লাবন্য দেখে নিজেদের আঙ্গুল কুরবানী করেছে। কিন্তু আমাদের আক্বা-মনিব নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সাহাবীগণ (রা.) নিজেদের জান কুরবান করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নযীর বিরল।

নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম আল-াহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমরা তা বিশ্বাস করি। তাঁর হুকুম পালন করি, তাঁর কথা মানি, তাঁর সন্ড়ুষ্টি কামনা করি। কিন্তু তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম)

কেমন ছিলেন তা জানার জন্য আমরা উদগ্রীব থাকি। সালাতু-সালামের তোহফা যখন তাঁর সমীপে পেশ করি তখন তাঁর একটি মানবীয় রূপ হৃদয়ে ভেসে উঠে। মূলত যা কল্পনা-স্মরণ করি তার চেয়ে তিনি অনেক বেশী সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। কোন সৃষ্টি তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। শয়নে-স্বপনে কামনা করি কখন কামলি ওয়ালা নবী নিজ গুণে আমাদের দেখা দেবেন সে জন্য শতত চেষ্টিত ও চিন্ড়িত থাকি। যাঁরা সৌভাগ্যবান তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) দেখা পেয়ে তাঁরা ধন্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তথাপি আল-াহর হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কেমন ছিলেন তার একটি বর্ণনা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস হল এই **"হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম"।**

বিশ্বের ভাষা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হল আরবী ভাষা। যা আল-কুরআনের ভাষা ও সাথে সাথে জান্নাতের বাসিন্দাদের ভাষাও। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সৌন্দর্য যথাযথভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব, শিল্পীর তুলি তাঁর জ্যোতির্ময় চিত্র অংকনে অক্ষম, কবির কাব্যমালা, লেখকের লিখনী তাঁর সৌন্দর্য বিকাশে অপারগ। তথাপি তাঁর প্রেমে মত্ত সাহাবীগণ (রা.) সাধ্যানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবীগণ (রা.) 'ইলমে শরী'আত ও মা'রিফাতের পাশাপাশি তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনাও বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন। (আল-াহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান কর"ন)। রহমতের নবী নিজ গুণে আমাদেরকে দেখা দেবেন, পরকালে শাফা'আত করবেন, লেওয়া-এ-হামদে আশ্রয় দেবেন, হাউদ্বে-কাওসারের পানি পান করাবেন, মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা লাঘব করবেন, মৃত্যুর সময় কলেমার তালক্বীন দান করবেন, নূরানী চেহরা মোবারক দেখাবেন, মনের বাসনা পূর্ণ করবেন।

আমাদের 'আক্বীদা-বিশ্বাস মতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বয়ং হাযির-নাযির, আমাদের আমল সমূহ প্রত্যক্ষ

করেন এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, কিন্তু আমরা ঐ স্ড়রে পৌঁছিনি যাতে তাঁকে দেখতে পারি। এটা আমাদের ঈমানী দূর্বলতা। এমন অনেক মহামনীষী রয়েছে যাঁরা জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) দেখেছেন। এটা আশেক্ব-মা‘শুকের স্ড়র। অনেক ভাগ্যবানদের তিনি স্বপনে সাক্ষাৎ দিয়ে ধন্য করেছেন। এমন অজস্র বর্ণনা বিদ্যমান আছে। যা রহমতুলি-ল ‘আলামীনের বিশেষ মেহেরবানী ও নেগাহে করম।

শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি মরক্কো হাসান সানী ইউনিভার্সিটির পি-এইচ.ডি গবেষক সাঈদ আহমদ সাইফ [Saeed Ahmad Al-Tunaiji, Sharjah] ও হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ হযরতুল ‘আল-ামা মোহাম্মদ ছৈয়দ হোসাইন সাহেবের প্রতি যাঁরা বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আল-াহ তাঁদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত কর্ন। আরো শোকরিয়া ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শায়খুল হাদীস হযরতুল ‘আল-ামা উস্ড়্যুল ‘উলামা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী ম.জি.আ. শত ব্যস্ড়তা সত্ত্বেও অত্র গ্রন্থটি মূল্যায়ন পূর্বক সুচিন্ড়িত অভিমত দিয়েছেন।

যাঁদের বই থেকে তথ্য-উপাথ্য সংগ্রহ করেছি আমি তাঁদের প্রতি চির ঋণী।

পরিশেষে ওহে আল-াহ ! আমাদের সকলকে নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর্ন, নব চেতনায় উজ্জীবিত কর্ন, উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান কর্ন, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ভুলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান কর্ন। আমিন !

وماتوفيقى الا باللّٰه العلى العظيم

নিবেদক

মে ২০১৪খৃ. **ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম**

নেয়ামত আলী ম্যানশন
হেদায়ত আলীর বাড়ী
নাঙ্গলমোড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম

আল-াহ তা'আলার অনুপম ও সর্বোত্তম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম। আল-াহ স্বীয় নূর হতে তাঁকে কুদরতের হাতে বেনযীর বেমেসাল তুলনাবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর অপরাপর সৃষ্টি প্রিয় হাবীবের নূর হতে সৃজন করেছেন। সর্বোচ্চ স্ড়র 'হাবীব'-এর মাকামে অধিষ্ঠিত তিনি। ছায়া বিহীন কায়া বিশিষ্ট এ নূরী মহা মানব মূমিনের ধ্যানের ছবি, নূরের রবি। তাঁর শরীর মোবারক অতি পবিত্র, বরকতময় ও সুগন্ধি বিশিষ্ট। তাঁর শরীর মোবারক স্পর্শিত কবরের ধুলা-বালি 'আরশে 'আযীমের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও ফযীলত ওয়ালা। তাঁর নূরানী প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোবারকে আল-াহ তা'আলার কুদরত ও নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মু'জিযা প্রস্ফুটিত। তাঁর ব্যবহার্য সব কিছুই অতি মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতমন্ডিত। এমন নূরানী নবীকে মুমিন যখন স্মরণ করেন, সালাতু সালাম পাঠ করেন তখন হৃদয়ের মণিকোঠায় এক ঐশ্বিরিক অবয়ব গঠন করে তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেন। শয়নে স্বপনে যা কল্পনা করা হয় তার চেয়ে কোটি গুণ সুন্দর তিনি। সকলে আল-াহর হাবীবকে দেখতে চায়। কেননা যেহেতু তিনি সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, সকল সৃষ্টির চাওয়া-পাওয়া। তাঁরই ধ্যানে ব্যাকুল সৃষ্টি জগত। মূমিন যখন নবীজীকে স্মরণ করেন তখন সাহবীদের (রা.) মুখনিঃসৃত বক্তব্য মূলে তাঁকে কল্পনা ও স্মরণ করা যায়। আর যাঁরা ভাগ্যবান নবীজী স্বয়ং তাঁদের দেখা দিয়ে ধন্য করেন। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি উম্মত ভালবাসায় মত্ত থাকেন। নবীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ উম্মতের প্রতি চিরন্ড়ন। উম্মতের মায়ায় নবী

সব সময় চিন্ড়িত থাকেন। উম্মতের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন। এমন দয়া ও রহমতের সাগর নবীকে একটু ধ্যান-স্মরণ করে নিই-

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) বলেন,[১]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهًا ، و احسنه خلقا ، ليس بالطويل الذاهب , ولابالقصر -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক ও চরিত্র সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম ছিল। হাটার সময় তাঁকে না লম্বা না বেঁটে মনে হতো।

হযরত বারা (রা.) কে কেউ প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক কি তরবারীর মত চকচকে ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, না, বরং চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ছিলেন।[২]

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক কি তরবারীর মত চকচকে ছিল ? তিনি বললেন, না, বরং চলমান সূর্য ও চন্দ্রের মত।[৩]

---

১. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যত, খ. ১, পৃ. ১৯৪; ইমাম বুখারী : আল-জামি‘, কিতাবুল মানাকিব-বাবু সিফাতিন নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম; ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘ কিতাবুল ফাদ্বায়িল-বাবু সিফাতিন নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম।

২. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবিল মানাক্বিব-বাবু সিফাতিন নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম, ফতহুল বারী : খ. ৬, পৃ. ৫৬৫; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মতিউর রহমান), পৃ. ১৬।

৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত , খ. ১, পৃ. ১৯৫।

হযরত 'আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক সকল মানুষ অপেক্ষা সুন্দরতম এবং তাঁর রং ছিল সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল । যিনিই তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি তাঁকে পূর্ণিমার চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর চেহরা মোবারকে ঘর্মবিন্দু মনে হতো যেন উজ্জ্বল মুক্তা।[৪]

হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)-এর দৃষ্টিতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক যেন চন্দ্রের টুকরা।[৫] তিনি বলেন, আমরা তাঁকে এরূপই চিনি।

হযরত আবূ ইসহাক্ব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর তুলনা কী রূপ, ? তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর মত সুন্দর এর আগে বা পরে আর কাউকে দেখিনি।[৬]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহরা মোবারক আয়নার মত হয়ে যেত, যাতে বস্তু সমূহের ছবি দেখা যেত এবং দেওয়াল সমূহ তাঁর চেহরা মোবারকে দৃষ্টি গোচর হতো,[৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম অপেক্ষা সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর চেহরা মোবারকে যেন সূর্য চলছে।[৮]

হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.) কতইনা সুন্দর গেয়েছেন-[৯]

---

৪. 'আল-ামা যারক্বানী : শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া, খ. ৪, পৃ. ২২৫।

৫. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু সিফাতিন নবী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম।

৬. আল-মীযান, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫।

৭. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮০।

৮. মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ. ৫১৮; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৬; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৯৪৪।

৯. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯১।

متى يبد فى الليل البهيم جبينه + يلح مثل مصباح الدجى الموقد

যখন অন্ধকার রাত্রে তাঁর কপাল মোবারক প্রকাশিত হতো, তখন অন্ধকার উজ্জ্বল প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে উঠতো, আল-াহ রাসূলের বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রং উজ্জ্বল ফর্সা। পবিত্র চেহরা মোবারকে ঘর্মবিন্দু মুক্তার মত দেখাতো।[১০]

হযরত ‘আম্মার (রা.)-এর নাতী আবূ ‘উবাইদা (রা.) মহিলা সাহাবী হযরত রুবাই‘ বিনতে মু‘আভভিয (রা.) কে বললেন নবীজীর দৈহিক গঠন বর্ণনা কর“ন,[১১] তখন তিনি বলেন, তুমি যদি তাঁকে দেখতে তাহলে মনে করতে যে, উদয়মান সূর্য।

হযরত আনস (রা.) বলেন,[১২]

عن انس رضى الله تعالى عنه ، ما بعث الله نبيًا قط الا بعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ، حتى بعث نبيكم صلى الله عليه و سلم فبعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ـ

আল-াহ তা‘আলা কখনো কোন নবী প্রেরণ করেননি, তবে হ্যাঁ প্রেরণ করেছেন সুন্দর চেহরা বিশিষ্ট এবং সুন্দর আওয়াজ বিশিষ্ট, এমনকি তোমাদের নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকেও প্রেরণ করেছেন সুন্দর চেহরা ও সুন্দর আওয়াজ বিশিষ্ট করে ।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন,[১৩]

عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه ، كان وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم كدارة القمر ـ

---

১০. মিশকাতুল মাছাবীহ, ৫১৬; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল হাদীস নং ৮২/২৩৩০; ‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমু‘ আরবা‘ইনাত,পৃ.১২৪।

১১. মাজমা‘উস যাওয়ায়িদ, খ.৮, পৃ. ২৮০; ইমাম দারেমী : আস-সুনান, হাদীস নং ৬০; ইমাম ত্বাবরানী : আল-মু‘জামুল কবীর, হাদীস নং ৬৯৬; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০০।

১২. ইবন ‘আসাকির : তারিখু মদিনাতি দামেশক্ব, খ. ৪ পৃ. ৫-৬; ‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমূ‘ আরবা‘ইনাত, পৃ. ১১২।

১৩. ‘আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমূ‘ আরবা‘ইনাত, পৃ. ১০৮।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেহরা মোবারক চন্দ্রের মত গোলাকৃতি।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন, একদা পূর্ণিমার রাত্রে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম লাল রঙের চাদর আবৃত করে শুয়েছিলেন। আমি একবার চন্দ্রের প্রতি তাকাই আরেকবার তাঁর চেহরা মোবারকের দিকে তাকাই, শেষ পর্যন্ড় আমার মনে হয়েছে, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর।[১৪]

'আল-ামা কুরতবী (রহ.) বলেন,[১৫]

لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لانه لو ظهر لنا تمام حسنه لما اطاقت اعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم ،

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। যদি তাঁর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা হতো, তাহলে আমাদের চক্ষু তাঁকে দেখতে সক্ষম হতো না।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর রং মোবারক

নবী করীম রউফুর রহীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর শরীর মোবারকের রং কি ধরনের ছিল তার তুলনা বিরল, এর পরেও তাঁর নক্ষত্র তুল্য সাহাবীগণ (রা.) যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারি।

আল-াহ রাসূলের খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর মুখে তাঁর রং মোবারকের বর্ণনা শুনি- তিনি বলেন,[১৬]

---

১৪. ইমাম তিরমিযী : কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফীর রোখসাতে।

১৫. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭১; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মতিউর রহমান), পৃ. ৫।

১৬. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০১; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু সিফাতিন নবী; ফতহুল বারী : খ. ৬, পৃ. ৫৬৪; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, বাবু সিফাতিন নবী।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-নয় লম্বা নয় বেটে বরং মধ্যম গড়নের ছিলেন। উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের যা অস্বাভাবিক সাদার মধ্যে লালচে ধরনের। শুধু সাদাও না তামাটে বর্ণেরও নয়। তাঁর চুল মোবারক কোঁকড়ানো পরিপাটি করানো নয় আবার ঝুলন্ড় ও নয় বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের।

জোরাইরী (রহ.) বলেন,[১৭]

قال كنت أنا و ابو الطفيل نطوف البيت ، فقال ابو الطفيل : ما بقى احد رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم غيرى ، قال : قلت وما رأيته ؟ قال : نعم ، قلت كيف كانت صفته ؟ قال : كان ابيض مليحًا مقصدًا

আমি এবং হযরত আবূত্ব ত্বোফাইল (রা.) বায়তুল-াহ তাওয়াফ করতেছিলাম, আবূত্ব ত্বোফাইল (রা.) বলেন, আমি ছাড়া রাসূলকে দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই, রাবী বলেন, আমি বললাম আপনি কি তাঁকে দেখেছেন, তিনি (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম তাঁর কিছু বর্ণনা কর“ন, তিনি বলেন, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) ছিলেন, লাবন্যময় সাদা। তিনি ছিলেন নয় মোটা নয় লম্বা বরং মধ্যম গড়নের।

হযরত মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী (ক.) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হযরত ‘আলী (ক.) থেকে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم از هر اللون -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ছিলেন উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের।

হযরত মুহাররিশ আল-কা‘বী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম জি‘ইরিনা থেকে ‘উমরার জন্য ইহরাম পরিধান করলেন আমি তাঁর (সাল-াল-াহু

---

১৭. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৪; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, হাদীস নং ৯৮/২৩৪০; ইমাম বুখারী : কিতাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭৯০।

‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) পিঠের দিকে তাকালাম, ইহা যেন রৌপ্যের পিন্ড।[১৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১৯]

ما رأيت شيئًا احسن من النبى صلى الله عليه وسلم ، كأن الشمس تجرى فى وجهه ، و ما رأيت احد أسرع فى مشية منه ، كأن الارض تطوى له ، إنا لنجتهد ، وانه غير مكثرت ـ

আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চেয়ে সুন্দর অন্য কিছু দেখিনি। যেন তাঁর চেহরা মোবারকে সূর্য চলছে। আমি তাঁর চেয়ে অধিক দ্রুতগামী অপর কাউকে দেখিনি, পৃথিবী যেন তাঁর জন্য সংকোচিত, নিশ্চয় আমরা চেষ্টা করি, তিনি এ বিষয়ে অনাগ্রহী।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চোখ মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ও নূরানী চক্ষুদ্বয় অত্যন্ড় সুন্দর ও খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[২০]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ضليع الفم ، اشكل العينين ـ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বড় মুখ, বড় চোখ পায়ের গোড়ালী কোমল ও সুশ্রী ছিল।

অপর এক বর্ণনায় হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[২১]

عن جابر بن سمرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت اذا نظرت اليه قلت : اكحل العينين ، و ليس باكحل ، وكان

---

১৮. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, কিতাবুল হজ্জ, বাবু দুখুলি মক্কা; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৩, পৃ. ৪২৬।

১৯. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু ফী সিফাতিন নবী; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ২৫৮।

২০. ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘, কিতাবুল ফাদ্বায়িল-বাবু সিফাতি ফামিন নবী; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি‘, কিতাবুল মানাক্বিব-বাবু ফী সিফাতিন নবী।

২১. ইমাম তিরমিযী : কিতাবুল মানাক্বিব-বাবু ফী সিফাতিন নবী।

فى ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة و كان لايضحك الا تبسمًا ـ

আপনি যখন তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, দেখতে পাবেন তাঁর চোখ মোবারকে সুরমা লাগানো, অথচ তিনি সুরমা ব্যবহার করেননি। তাঁর পায়ের গোড়ালী কোমল ও সুশ্রী তিনি মুচকী হাসি ছাড়া অট্ট হাসি দিতেন না।

হযরত মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলী (ক.) তাঁর পিতা হযরত ‘আলী থেকে বর্ণনা করেন।[২২]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين ، و أهدب الاشفار ، مشرب العين بحمرة ـ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চোখ বড় ছিল, এর পাতা ছিল লম্বা, চোখের সাদা অংশের মধ্যে কিছুটা লালছে ছিল।

অপর এক বর্ণনায় হযরত ‘আলী (ক.) বলেন,[২৩] তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর চোখের পুতলী মোবারক ছিল কালো বর্ণের।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চোখ মোবারকের এমন অতি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে স্বয়ং প্রভুকে অবলোকন করেছেন, খোদার খোদায়ী দেখেছেন।

হযরত ‘আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন,[২৪]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربى عز و جل فى احسن صورة ـ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, আমি আমার প্রভুকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি।

হযরত ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বীয় প্রভুকে দু’বার দেখেছেন।

---

২২. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৬৪৮।

২৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩।

২৪. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৬৯।

একবার কপালের চক্ষু দ্বারা আরেকবার অন্তরের চক্ষু দ্বারা। তিনি আরো বলেছেন,[২৫]

আল-াহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.) কে বন্ধুত্ব, মুসা (আ.) কে আলাপ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কে সাক্ষাত দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম স্বীয় প্রভুকে অনেকবার দেখেছেন।

হযরত সাওবান (রা.) বলেন,[২৬]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, আল-াহ তা'আলা আমার জন্যে যমীনকে জড় করলেন। অর্থাৎ জড় করে হাতের তালুর মত করে দিলেন, এমনকি আমি সমগ্র যমীন এবং পূর্ব-পশ্চিম দেখে নিলাম।

হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,[২৭]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আল-াহ তা'আলা আমার জন্য দুনিয়ার পর্দা সমূহ তুলে দিয়েছেন, সুতরাং আমি দুনিয়া এবং তাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হবার সব কিছু এরূপ দেখেছি যেমন আমার এ হাতের তালুকে দেখছি।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন,[২৮]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম দিনের আলোতে যেরূপ দেখতেন রাতের অন্ধকারেও সেরূপ দেখতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[২৯] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি আমার পিছনে সেরূপ দেখি, যেরূপ আমার সম্মুখে দেখি।

---

২৫. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৭; জালালুদ্দিন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৬১।

২৬. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' খ. ২, পৃ. ৩৯০।

২৭. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৪।

২৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০; 'আল-ামা যারক্বানী ; প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৩।

তিনি আরো বলেন,[৩০] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, তোমরা আমার মুখ শুধু কিবলার দিকেই দেখছ ? আল-াহর শপথ ! আমার কাছে না তোমাদের রুকু' লুকায়িত না তোমাদের বিনয়-নম্রতা। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতেও দেখি।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন,[৩১] নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তা দেখি যা তোমরা দেখনা।

মোদ্দা কথা : উজ্জ্বল দিন ও অন্ধকার রাতে নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অবলোকনে কোন তারতম্য নেই। কেননা যখন আল-াহ তা'আলা তাঁকে প্রচ্ছন্ন বিষয়ের অবগতি এবং অন্তর্স্থ বিষয়াবলীর পূর্ণ উপলব্ধি দান করেছেন, অনুরূপভাবে তাঁর চক্ষু মোবারকেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ের উপলব্ধি দান করেছেন।[৩২]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মোবারক প্রশস্ত, গন্ডদেশ মসৃণ, সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ও মধুর কণ্ঠ ছিল। মধুর কণ্ঠ ছাড়াও তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু ছিল যে, যতদূর আওয়াজ পৌঁছত অন্য কারো আওয়াজ পৌঁছত না। হাজার হাজার লোকের সমাবেশে যে ব্যক্তি সবার আগে থাকত সে যেরূপ তাঁর আওয়াজ শুনতো, সবার পিছনে যে ব্যক্তি থাকতো সেও অনুরূপ শুনতে পেতো।[৩৩]

---

২৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, পৃ. ৩৭৭; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১; 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২।

৩০. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫২।

৩১. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৪৫৭।

৩২. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২; 'আল-ামা শফি উকাড়ভী : যিক্‌র-এ-জামীল, (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন) পৃ. ৮৪।

৩৩. 'আল-ামা শফি উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মোবারক হল এমন মুখ যার মাধ্যমে আল-াহর বাণী বের হতো। যা দিয়ে কখনো প্রবৃত্তি প্রসূত কোন কথা বের হয়নি। আল-াহ তা‘আলা বলেন,[৩৪]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

“তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না, এতো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়”।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন ‘আমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে আমি যা কিছু শুনতাম তা লিখে রাখতাম, কুরাইশরা আমাকে বলল, তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) প্রত্যেক কথা লিখা উচিৎ নয়। কেননা মানবীয় দূর্বলতা বশত ক্রোধ ও রাগের সময় এমন কথা বের হতে পারে যা লিখার যোগ্য নয়।

অতঃপর আমি লিখা হতে বিরত রইলাম এবং এ কথা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে আরয করলাম। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন, তুমি অবশ্যই লিখবে, আর আঙ্গুল দিয়ে তাঁর মুখে ইঙ্গিত করে বললেন,[৩৫]

فوالذى نفسى بيده مايخرج منه الا حق

আল-াহর কসম ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, এ মুখ থেকে সর্বাবস্থায় সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না।

হযরত বারা ইব্ন ‘আযিব (রা.) বলেন,[৩৬] হুদায়বিয়ার দিন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম হুদায়বিয়ার কূপ সংলগ্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন প্রায় চৌদ্দশত সাহাবা (রা.)। সহাবাগণ (রা.) হুদায়বিয়ার কূপের সমস্ড় পানি বের করে ফেললেন। এ সংবাদ যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি

---

৩৪. সূরা নাজম : আয়াত নং ৩-৪।

৩৫. ইমাম আবূ দাউদ : আস্ সুনান, কিতাবুল ‘ইলম।

৩৬. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৩।

ওয়াসাল-াম-এর নিকট পৌঁছাল তখন তিনি ঐ কূপে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর কিনারায় বসে এক পাত্র পানি আনতে বললেন, অতঃপর ওযু করলেন এবং মুখে পানি দিয়ে কুলি করে তা কূপে নিক্ষেপ করতঃ দু'আ করলেন, আর বললেন, কিছুক্ষণ তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। অতঃপর ঐ কূপে এ পরিমাণ পানি জমা হয়ে যায় যে, সকল সাহাবা ও তাঁদের বাহন প্রায় বিশ দিন যাবত পরিতৃপ্ত সহকারে পানি পান করেছেন।

হযরত জাবির (রা.) খন্দক যুদ্ধের সময় সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ! সামান্য খাবার আছে আপনি কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে আসুন। তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন, তুমি যাও ! তোমার স্ত্রীকে বলে দিবে আমি না আসা পর্যন্ড় হাড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় এবং র"টি তৈরি না করে। আর উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিয়ে ফরমালেন, হে পরিখা খননে লিপ্ত সাহাবীগণ ! জাবির আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন, সবাই চলো। হযরত জাবির (রা.) বলেন, এ ঘোষণা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলাম এবং বিবিকে বললাম, হে সৌভাগ্যবতী ! নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম সকল মুহাজির, আনসার ও অপরাপর সাথীদের নিয়ে তাশরীফ আনছেন। জাবিরের স্ত্রী বলল, আপনি কি ওটা বলেননি যে, খাবারের আয়োজন খুব সংক্ষেপ ? জাবির বললেন, হ্যাঁ ! সে বলল, তা হলে চিন্ড়ার কোন কারণ নেই। নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাশরীফ আনলেন, অতঃপর আমি ঠাসা করা আটা তাঁর সম্মুখে আনলাম। তিনি সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ওতে তাঁর মুখের থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন, অতঃপর হাঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন, তাতেও তাঁর থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন, এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন, খাবার যখন তৈরি হলো তখন বিতরণ শুর" করলেন। হযরত জাবির (রা.) শপথ করে বলেন, সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার

করেছেন। কিন্তু তারপরও খাবার সেরূপ থেকে যায় যেন কেউ আহারই করেনি।[৩৭]

হযরত হোবাইবের পিতা হযরত ফোদাইক (রা.)-এর চক্ষুদ্বয় সর্পের ডিমের উপর পা রাখার কারণে জ্যোতিহীন হয়ে যায়। উভয় চক্ষু দ্বারা কিছুই দেখতেন না। অতঃপর নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর চক্ষুদ্বয়ে থুথু মোবারক দিলেন। তখন তিনি দৃষ্টিমান হয়ে গেলেন এবং সবকিছু দেখতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, আশি বৎসর বয়সেও তিনি সূচের মধ্যে সূতা ঢুকাতেন।[৩৮]

হযরত সাহল ইব্ন সা‘দ (রা.) বলেন, খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর চোখে আঘাত পেয়েছিলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁকে ডাকলেন আর নিজ মুখের থুথু মোবারক তাঁর চক্ষুদ্বয়ে নিক্ষেপ করলেন এবং দু‘আ করলেন, অতঃপর তিনি তৎক্ষনাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন কোন সময় তাঁর চোখে আঘাত ছিল না। [৩৯]

ইমাম আ‘যম কতই সুন্দর গেয়েছেন-[৪০]

و على من رمد به داويته + فى خيبر فشفى بطيب لماك

খায়বার যুদ্ধে যখন ‘আলী (রা.)-এর চক্ষুদ্বয় আঘাত প্রাপ্ত হয়, আপনার থুথু মোবারক লাগানোর ফলে তখনই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

হযরত রিফ‘আ (রা.) বলেছেন,

বদরের দিন আমার চোখে তীরের আঘাত লেগেছিল ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে যায়। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তাতে তাঁর থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন এবং দু‘আ করলেন। অতঃপর

---

৩৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২২৭।

৩৮. ‘আল-ামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিব, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬৯।

৩৯. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘ , পৃ. ৬০৬।

৪০. কাসীদায়ে নো‘মান।

তীরাঘাতের সামান্যতম কষ্টও আমার থাকেনি এবং চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।[৪১]

এভাবে হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর চেহরার আঘাত, হযরত সালমা ইব্ন আকওয়া (রা.)-এর পায়ের গোড়ালীর আঘাত, হযরত কলুসুম ইব্ন হোসাইনের বক্ষের আঘাত, হযরত মু‘আয ইব্ন আফরা (রা.)-এর হাতের আঘাত, হযরত ‘আলী ইব্ন হাফস (রা.)-এর পায়ের গোছার আঘাত হযরত হাবীব ইব্ন ইয়াফাস (রা.)-এর কাঁধের আঘাত নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর থুথু মোবারকের উছিলায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।[৪২]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাক মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নাক মোবারক ছিল সুউচ্চ, লম্বা ও খুবই আকর্ষণীয়। যেমন ইমাম হাসান (রা.) তাঁর খালো থেকে বর্ণনা করেন,[৪৩]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسع الجبين ، ازج الحواجب ، سوابغ فى غير قرن ، بينها عرق يدره الغضب ، اقنى العرنين ، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله اشم ، سهل الخدين ، ضليع الفم اشنب ، مفلج الاسنان ـ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ছিলেন, প্রশস্ড় কপাল, আকর্ষণীয় সুদীর্ঘ চোখের ভ্রু, যা যুক্ত ছিল না, রাগান্বিত হলে উভয়ের মধ্যখানে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল সুগন্ধময় ঘর্ম বের হতো। সুউচ্চ, লম্বা চমৎকার জ্যোতির্ময় নাসিকা মোবারক নরম কুসুম-কোমল গাল মোবারক, বড় মুখ এবং উজ্জ্বল দাঁত মোবারক বিশিষ্ট ছিলেন।

---

৪১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২০৫।

৪২. ‘আল-ামা শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪৬।

৪৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৪; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল, প্রাগুক্ত পৃ.১৮

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ওষ্ঠ ও দাঁত মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ওষ্ঠ মোবারক অত্যন্ড় সুন্দর ছিল এবং সামান্য লাল দেখাতো। দাঁত মোবারক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ছিল এবং অত্যন্ড় চকচকে ও পরিস্কার ছিল। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) যখন কথা বলতেন সম্মুখ ভাগের দাঁত থেকে নূর বের হতো। তিনি যখন মুসকি হাসতেন দেওয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে উঠতো।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন,[৪৪]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين ثناياه -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সামনের দাঁত মোবারক প্রশস্ড় ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন দাঁত সমূহ থেকে আলোকচ্ছটা বের হতো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৪৫]

ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ضحك يتلأ لأ فى الجدر -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন হাসতেন, তখন দাঁত সমূহ থেকে নূরের কিরণ বের হতো, যা থেকে দেওয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে উঠতো।

প্রায় সময় তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) মুসকি হাসতেন তবে কখনো এ পরিমাণ হাসতেন যে, তাঁর দাঁত মোবারক প্রকাশ পেয়ে যেতো। তিনি প্রায় সময় মিসওয়াক করতেন। তিনি মিসওয়াক না করে কোন নামায পড়তেন না।

তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) বলেন,[৪৬] সর্বদা মিসওয়াক কর, কেননা তা হলো মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল-াহর

---

৪৪. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।

৪৫. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ.১,পৃ.৮৪; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৫

৪৬. ‘আল-ামা শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

সন্তুষ্টির কারণ। তিনি আরো বলেছেন, দু’রাকা‘আত নামায মিসওয়াক করে পড়া তা মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাক‘আত অপেক্ষা উত্তম।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জিহ্বা মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর জিহ্বা মোবারক অত্যন্ড় পবিত্র, জ্ঞান ও সাহিত্যের, ভাষার সাবলীলতা ও অলংকারিত্বের, হক্ব ও সত্যতার, বিনয় ও ভালবাসার প্রস্রবণ ও বিকাশস্থল ছিল। তাঁর সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর কথা মধুর মত মিষ্ট ছিল। হক্ব ও বাত্বিলের মধ্যে পার্থক্যকারী, উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত অর্থাৎ সীমালংঘন, সীমাহ্রাস, মিথ্যা, গীবত, দূর্ব্যবহার ও অশ-ীল বাক্যালাপ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল। তাঁর কথামালা যেন মুক্তার ন্যায় ঝড়ে পড়ছে।[৪৭]

আল-াহ তা‘আলা তাঁকে (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) এমন জ্ঞান দান করেছেন যাতে প্রত্যেক ভাষার পারিভাষিক বৈশিষ্ট্য সহকারে তিনি কথা বলতে পারতেন। যখন তিনি অন্য ভাষায় কথা বলতেন তখন সে ভাষার ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য ও অলংকার অনুযায়ী বলতেন যা শুনে ভাষাবিদগণ অবাক হয়ে যেতো। কোন ব্যক্তি যখন নিজ দেশের ভাষায় কথা বলতেন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামও তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলতেন। এটা ছিল তাঁর জিহ্বা মোবারকে আল-াহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা।[৪৮]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর জীবন বৃত্তান্ড় নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে শুনালেন এক ইয়াহুদী দোভাষীর মাধ্যমে, হযরত সালমান ফারসী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রশংসা করলেন এবং ঐ সমস্ড়

৪৭. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৯।

৪৮. ক্বাদ্বী ‘ইয়াদ্ব : আশ-শিফা, খ. ১, পৃ. ৪৪।

লোকদের দূর্নাম করলেন যারা তাঁকে তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) নিকট আসতে বারণ করেছিল। দোভাষী মনে মনে বলল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তো ফার্সী জানেন না, তাই সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ! সালমান তো আপনাকে মন্দ বলেছে। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন সে তো আমার প্রশংসা করেছে এবং ঐ কাফিরদের দূর্নাম করেছে যারা মানুষকে আমার কাছে আগমন করতে বারণ করে। এ কথা শুনে ইয়াহুদী বললেন,

فقال اليهودى يا محمد قد كنت قبل هذا اتهمك و الان تحقق عندى انك رسول الله و اشهد ان لااله الا الله و اشهد انك رسول الله ـ

হে মুহাম্মদ ! নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে আমি আপনাকে মন্দ জানতাম, এখন আমার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল-াহর সত্য রাসূল। অতএব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল-াহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল-াহর রাসূল।[৪৯]

প্রত্যেক জীব-জন্তুর ভাষা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বুঝতেন এবং তাদের সাথে কথা বলতেন, যেমন- বনের হরিণী সাক্ষ্য দিল-

اشهد ان لااله الا الله وانك رسول الله ـ

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অনুরোধে বেদুইন হরিণীকে ছেড়ে দিল, অতঃপর হরিণী মুক্ত হতেই অত্যন্ড় আনন্দিত হয়ে খুব দ্রুত পদে লাপিয়ে লাপিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল এবং এটা বলছিল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল-াহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল-াহর রাসূল।[৫০]

সেদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম আ‘যম (রহ.) বলেন,[৫১]

(১) و الذئب جاءك و الغزالة قد اتت + بك تستجيرو تحتمى بحماك
(২) و كذا الوحوشى اتت اليك و سلمت + و شكا البعير اليك حين راك

---

৪৯. হালবী : সিরাতুল হালবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৮২।
৫০. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫০; আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, পৃ. ৩২০।
৫১. ইমাম আ‘যম : ক্বাসীদায়ে নো‘মান।

(৩) و دعوت اشجارًا اتتك مطيعة + و سعت اليك مجيبة لنداك
(৪) و عليك ظللت الغمام فى الورى + و الجزع حن الى كريم لقاك

১. নেকড়ে বাঘ আপনার কাছে এসে আপনার সত্যায়ন করেছে, হরিণী বন্দী অবস্থায় আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং সে আপনার সুপারিশে মুক্তি পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।
২. অনুরূপভাবে বন্য পশুরা এসে আপনাকে সালাম করেছে এবং উট যখন আপনাকে দেখেছে, তখন আপনার সমীপে আর দূরাবস্থার অভিযোগ করেছে।
৩. আপনি বৃক্ষরাজিকে ডেকেছেন, তখন সে গুলো আদেশ পালন করতঃ আপনার সমীপে দৌড়ে উপস্থিত হয়ে যায়।
৪. আর মেঘমালা আপনাকে ছায়া দিয়েছে এবং উষ্ণনে হান্নানা আপনার বিরহে কেঁদেছে।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) উলে-খ করেছেন যে,[৫২] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ছয়জন সাহাবীকে একই দিনে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের দরবারে পাঠালেন, অতঃপর তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে না পড়ে না শিখে সেদশের ভাষায় কথা বলতে শুর করলেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله الى الملوك فخرج ستة نفر منهم فى يوم واحد فاصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه اليهم -

তাঁর (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম)-এর জিহ্বা মোবারকের এমনই প্রভাব ছিল যে, তিনি যা বলতেন তা-ই হয়ে যেত। তাঁর কথার ব্যত্যয় ঘটত না। জনৈক ওহি লেখক পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম তার ব্যাপারে বললেন, ان الارض لا تقبله মাটি তাকে গ্রহণ করবে না।

[৫২]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২।

তার মৃত্যুর পর দেখা গেল তাকে দাফন করার পর মাটি তাকে উপরে তুলে দিয়েছে।[৫৩]

এক ব্যক্তি অহংকার বশতঃ বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন, ডান হাতে খাও। সে বলল, ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) বললেন, এ রূপ হয়ে যাও। ফলে তার ডান হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।[৫৪]

এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলুল-াহ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর ফরয ? নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম ফরমালেন, قال لا و لو قلت نعم لوجبت - না, আর আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম তাহলে প্রত্যেক বৎসর ফরয হয়ে যেতো।[৫৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৫৬]

এক সফরে আমরা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে ছিলাম। চলার সময় তিনি ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) হযরত ফাতিমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেরা কাঁদছে কেন ? তিনি (রা.) বললেন, পিপাসার কারণে। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) সকলকে আওয়াজ দিয়ে ফরমালেন, কারো কাছে পানি আছে ? কিন্তু কারো নিকট পানি ছিল না। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) হযরত ফাতেমাকে বললেন, এক জনকে আমার কাছে দাও। তিনি দিলেন, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) তাকে নিয়ে তাঁর বুক মোবারকে জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাটি সে সময় খুবই ক্রন্দন করছিল। তখন তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি

---

[৫৩]. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫৩৫।
[৫৪]. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫৩৬।
[৫৫]. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ২২০-২২১।
[৫৬]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২।

ওয়াসাল-াম) নিজ জিহ্বা মোবারক বের করে মুখে দিলেন। তিনি চুষতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি শান্ড় হয়ে যান। আর ক্রন্দন করেননি। আর দ্বিতীয়জন যথারীতি ক্রন্দন করছিলেন। তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) বললেন, তাঁকেও আমার কাছে দাও। তিনি (রা.) দিলেন, তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) তাঁর সাথেও ঐ রূপ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ে শান্ড় হয়ে গেলেন। এরপর তাঁদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনেনি।[৫৭] তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) সকল সৃষ্টির ভাষা জানতেন। সকল সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সাবলীল ভাষী ও অলংকার পূর্ণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) জিহ্বা মোবারক দিয়ে যা বের হতো সবই ওহী এবং তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) জিহ্বা দিয়ে যা বের হতো তা হয়ে যেতো আর তা আল-াহরই আইনে পরিণত হতো।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দাড়ি ও চুল মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দাড়ি মোবারক ঘন, অত্যন্ড় সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল। তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) দাড়ি মোবারকে তৈল ব্যবহার করতেন চির"নীও ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো কলপ ইত্যাদি ব্যবহার করেননি। কেননা তাঁর দাড়ি ও মাথা মোবারকের মধ্যে বিশটির অধিক সাদা চুল ছিল না।

হযরত আনাস (রা.) কে ইব্ন সীরীন প্রশ্ন করে বলেন,[৫৮]

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب ؟ فقال لم يبلغ الخضاب كان فى لحيته شعرات بيض -

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম কি কলপ ব্যবহার করতেন ? হযরত আনাস (রা.) বলেন, তাঁর (সাল-াল-াহু

---

[৫৭]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২।

[৫৮]. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৮।

‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) কলপ ব্যবহারের প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। তাঁর দাড়িতে দশখানা কেশ সাদা ছিল।

হযরত ‘আলী (রা.) বলেন,[৫৯]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس و اللحية -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মাথা ও দাড়ি মোবারক বড় ছিল।

হযরত সা‘ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,[৬০]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود اللحية ، حسن الثغر -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম দাড়ি মোবারক কালো ও সুন্দর ভাবে খাঁজ কাটা ছিল।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চুল মোবারক খুবই সর ও কালো ছিল যা দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কোকড়ানো নয়, পুরাপুরি সোজাও নয় আবার বাঁকাও নয়। এ চুল মোবারক প্রায় সময় কানের লতি পর্যন্ড় ঝুলে থাকতো। কখনো কাঁধ পর্যন্ড় লম্বা হতো।

হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,[৬১]

كان شعره بين الشعرين لا سبط و لا جعد بين اذنيه و عاتقه -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চুল মোবারক ঝুলন্ড় নয়। কোঁকড়ানো পরিপাটি করাও নয়। দু’কানের লতি পর্যন্ড় লম্বা থাকতো, কখনো স্কন্ধ পর্যন্ড় লম্বা থাকতো। বর্ণিত আছে যে, তাঁর মাথা ও দাড়ি মোবারকে মোট দশ থেকে সতেরটি চুল সাদা ছিল।[৬২]

---

[৫৯]. ইমাম তিরমিযী : আল-জামে‘, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু- মা জা ফী সিফাতিন নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম।

[৬০]. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যত, খ. ১, পৃ. ২১৭।

[৬১]. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯।

[৬২]. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৭; ‘আল-ামা শফি উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গর্দান/স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ মোবারক এবং মোহরে নবুয়্যত

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গর্দান মোবারক অত্যন্ড় সুন্দর, দীর্ঘ রূপার মত সাদা উজ্জ্বল এবং সমতল ছিল।[৬৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৬৪]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর স্কন্ধ মোবারক যখন কোন সময় বস্ত্রহীন হয়ে যেতো তখন মনে হতো ইহা যেন রৌপ্যের পিন্ডের মত।

হযরত 'আলী (রা.) বলেন,[৬৫]

মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাকে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) কাঁধ মোবারকের শক্তির অবস্থা ছিল।

انى لو شئت نلت افق السماء -

যদি আমি ইচ্ছা করতাম তা হলে আসমানের কিনারা পর্যন্ড় পৌঁছে যেতে পারতাম।

হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[৬৬]

رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده -

আমি মোহরে নবুয়্যতকে তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) স্কন্ধের পার্শ্বে কবুতরের ডিমের মত দেখেছি। রঙের দিক দিয়ে ওটা তাঁর শরীর মোবারক সদৃশ ছিল।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন,[৬৭]

আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) তাঁর

---

৬৩. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫।
৬৪. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, কিতাবুল হজ্জ, বাবু দুখুলি মক্কা।
৬৫. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৪।
৬৬. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৯।
৬৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯।

চাদর মোবারক আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তোমাকে যে বিষয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে তা দেখ। তখন আমি তাঁর মোহরে নবুয়্যতকে উভয় স্কন্ধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের মত দেখলাম।

হযরত জালহামা ইব্ন আরফাতা (রা.) বলেন, একবার আমি মক্কায় এলাম। তখন মক্কাবাসীরা দূর্ভিক্ষের কঠিন বিপদে জর্জরিত ছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা সমবেত হয়ে হযরত আবূ তালেবের কাছে এসে বলল, হে আবূ তালেব ! মানুষ কঠিন বিপদে পতিত হয়েছে। বের হউন এবং আল-াহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা কর ন।

অতঃপর আবূ তালেব বের হলেন, তাঁর সাথে এমন একটি নূরানী শিশু ছিল যেন একটি সূর্য, যা কালো ঘনঘটা থেকে বের হয়েছে এবং তাঁর চার পাশে ছিল আরো ক'জন শিশু, আল-াহর ঘরে পৌঁছে আবূ তালেব ঐ নূরানী শিশুর পৃষ্ঠদেশ, কা'বার দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিলেন। নূরানী শিশুটি আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন সে সময় আকাশে কোন মেঘ খন্ড ছিল না। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতে চর্তুদিক হতে মেঘ মালা এসে যায় এবং এত বেশী বৃষ্টিপাত হলো যে, জঙ্গল থেকে পানির ফোয়ারা ছুটলো, পরিতৃপ্ত হয়ে গেল শহর ও গ্রামবাসী। দূর্ভিক্ষের বিপদও দূরীভূত হয়ে যায়। আবূ তালিব সে দিকে ইঙ্গিত করে কতই না সুন্দর বলেছেন,[৬৮]

وابيض يستسقى الغمام بوجهه + ثمال اليتمى عصمة للارامل

يلوذ به الهلاك من ال هاشم + فهم عنده فى نعمة و فواضل

১. সে ফর্সা রং বিশিষ্ট-যার নূরানী চেহরা মোবারকের অবদানে মেঘের পানি প্রার্থনা করা যায়। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষাকারী।

২. বনু হাশেমের মত উচ্চমনা লোক ধ্বংস ও বিনাশের সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করে এবং তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে মহান নি'আমত লাভ করে।

---

৬৮. 'আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বগল মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বগল মোবারকদ্বয় অত্যন্ড় পবিত্র, পরিষ্কার ও সুগন্ধময় ছিল। তাঁর বগলের রং বিবর্ণ হতো না এবং তাঁর বগলে লোমও ছিল না।[৬৯]

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[৭০]

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض ابطيه -

আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম কে বৃষ্টির প্রার্থনার দু‘আয় এ পরিমাণ উপরে হাত তুলতে দেখেছি যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল।

হযরত জাবির (রা.) বলেন,[৭১]

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد ، يرى بياض ابطيه -

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো।

এক সাহাবী (রা.) বলেন,[৭২]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন হযরত মায়েয ইব্ন মালিক (রা.) কে তাঁর যিনার স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে প্রস্ড়র নিক্ষেপের মৃত্যুদন্ড প্রদানের হুকুম দিলেন তখন তাঁর শরীরের উপর পাথরের বর্ষন দেখে আমি দাড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলি- আমি পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, সে সময় তাঁর

---

৬৯. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।

৭০. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ৯৩৮।

৭১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।

৭২. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭।

বগলের ঘর্ম আমার উপর ফোটা ফোটা হয়ে পড়ছিল, যা থেকে কস্তুরীর মত সুগন্ধ আসছিল।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাত ও বাহু মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাতের তালু ও বাহু মোবারক ছিল মাংসপূর্ণ, রেশম অপেক্ষা কোমল ও অত্যন্ড় সুগন্ধময়। যে ব্যক্তির সাথে তিনি মুসাফাহা করতেন সে সারা দিন হস্ড়দ্বয় থেকে সুগন্ধি পেতো।[৭৩]

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[৭৪]

একদা আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি মসজিদ থেকে বাইরে আসলেন তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। শিশুরা তাঁর সামনে এলো, তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) তাদের প্রত্যেকের গন্ডদেশে তাঁর হাত মোবারক বুলাতে থাকেন। আমার গন্ডদেশও তিনি হাত বুলিয়ে দেন।

فوجدت ليده بردًا و ريحًا كانما اخرجها من جونة عطار -

আমি তাঁর হাত মোবারকের শীতলতা ও সুগন্ধি এরূপ পেলাম যেন তিনি তাঁর হাত আতরের পাত্র থেকে বের করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[৭৫]

আমি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর হাতের তালু অপেক্ষা কোমল কোন রেশম ও মখমলকেও পাইনি এবং তাঁর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুবাসিত কোন মেশক আম্বর ইত্যাদিও পাইনি। আর এটাই সে নূরানী হাত যাতে সৃষ্টিকুলের নি'আমতরাজী লুকায়িত এবং সমুদয় বরকত এতে গুপ্ত রয়েছে। যেমন

---

৭৩. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৭৪. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৬।

৭৫. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ১, পৃ. ২৬৪।

হযরত উক্ববা (রা.) বলেন,[৭৬] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন,

انى اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض -

নিশ্চয়ই আমাকে পৃথিবীর সমুদয় ভান্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৭৭] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমাকে পৃথিবীর সমস্ড় ভান্ডার দান করা হয়েছে এবং তা আমার দু‘হাতে রেখে দেয়া হয়েছে।

হযরত জাবির ইব্ন ‘আবদুল-াহ (রা.) বলেন,[৭৮] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমাকে সমগ্র পৃথিবীর চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঐ গুলো সাদা কালো রং বিশিষ্ট একটি অশ্বপৃষ্ঠে রেখে আমার কাছে আনেন এবং চাবিগুলো রেশমী চাদরে ঢাকা ছিল।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন ‘উমর (রা.) বলেন,[৭৯] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম এরশাদ করেছেন, আমাকে প্রত্যেক বস্তুর চাবিসমূহ দান করা হয়েছে।

আর এটা যে নূরানী হাত- যাকে আল-াহ তা‘আলা নিজের কুদরতী হাত বলেছেন। এবং সে পবিত্র হাতে বা‘য়াত গ্রহণকারীদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন- আল-াহ তা‘আলা বলেন,[৮০]

يد الله فوق ايديهم তাঁদের হাতের উপর আল-াহর হাত রয়েছে।

এ বরকতময় হাতের ইশারায় ডুবন্ড় সূর্য পুনরায় উদিত হয়, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়, রোগী আরোগ্য লাভ করে, মুষ্টিবদ্ধ কংকর কথা বলে, নবী বলে সাক্ষ্য দেয়, কারো মুখে সে নূরানী হাত বুলিয়ে দিলে সে

---

৭৬. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ৫৫৮; ইমাম মুসলিম : আল-জামি‘, খ. ২, পৃ. ২৫০।

৭৭. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১০৪২; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪৪।

৭৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১৯৫; ‘আল-ামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিব, খ. ৫, পৃ. ২৬০।

৭৯. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫।

৮০. সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত নং -১০।

চেহরা এত উজ্জ্বল হয় যে, তাঁর চেহরায় বস্তু সমূহের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সে নূরানী হাত হযরত 'আলী (রা.)-এর বক্ষে মারলে তাঁর বিচারিক শক্তি বেড়ে যায়। অন্ড়র চক্ষু খুলে যায়। এমন হাত মোবারক যা হযরত মা ফাতেমার গলার নীচে রাখলে কষ্ট চলে যায়। যে হাত মোবারক হযরত মদলূক ফরাযী (রা.)-এর মাথায় বুলিয়ে দিলে তার মাথার চুল কালো থেকে যায়। হযরত 'উসমান ইব্ন আবূল 'আস (রা.)-এর বক্ষে সে নূরানী হাত মারলে তার থেকে খিনযার নামক শয়তান দূর হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে হযরত আমাশা ইব্ন মিহসানের তরবারী ভেঙ্গে গেলে তাকে একখানা শুস্ক কাঠ দিয়ে বললেন, যাও এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। সে কাঠটি নূরানী হাতের বরকতে তলোয়ার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উহুদ যুদ্ধে হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন জাহাশের তরবারী ভেঙ্গে গেলে তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) তাঁকে খেজুর গাছের এক খানা ডাল দান করলেন। তা মূহুর্তের মধ্যে চকচকে তরবারী হয়ে গেল। হযরত কাতাদাহ ইব্ন নূ'মান (রা.) অন্ধকার রজনীতে চলার জন্য নবীজী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁকে এক খানা খেজুর গাছের ডাল দিলেন। মূহুর্তের মধ্যে তা আলো দিতে শুর" করল। তার এ নূরানী হাতের স্পর্শে পানির ফোওয়ারা প্রবাহিত হয়। মুষ্ঠিমেয় খেজুরের উপর হাত রাখতেই তা বরকতে ভরপুর হয়ে গেল। মূলতঃ তাঁর হাত মোবারকের অসংখ্য মু'জিযাত প্রকাশিত হয়েছে যা বর্ণনার বাইরে।[৮১]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ ও ক্বলব মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পেট ও বক্ষ মোবারক সমান ও সমতল ছিল। বক্ষ মোবারক সামান্য উত্থিত ও প্রশস্ড় ছিল। বক্ষ মোবারকের মধ্যখানে কেশপুঞ্জের একটি পাতলা রেখা, যা নাভী পর্যন্ড় বিস্ড়ীর্ণ ছিল। বক্ষ মোবারকের উপরিভাগের

[৮১]. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২৩০।

উভয় পার্শ্বে কেশ ছিল না। সে নূরানী বক্ষ ও কৃলব মোবারকের প্রশস্ড়তার বর্ণনাদান মানবীয় শক্তি বহির্ভূত। তাঁর বক্ষ মোবারকের প্রশস্ড়তা সম্পর্কে স্বয়ং আল-াহ তা'আলা এরশাদ করেন।[৮২]

الم نشرح لك صدرك ـ

হে প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম ! আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ড় করে দিইনি।

'শরহু সদর শব্দের অর্থ বক্ষ প্রশস্ড় করে দেয়া। এটা হেদায়তের শেষ ধাপ। এ ধাপে পৌঁছলে জড় জগত, আধ্যাত্মিক জগত, লাহুত ও জাবরূত জগতের বাস্ড়বতা সমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়। জিহ্বা অদৃশ্য রহস্যাবলীর চাবিকাঠি এবং অন্ড়র তার ভান্ডারে পরিণত হয়। অতঃপর তিনি যা বলেন, অদৃশ্য জগতে প্রত্যক্ষ করেই বলেন, বক্ষ প্রসারণের প্রভাব এ ছিল যে, দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু তাঁর কাছে মাছির ডানার সমানও গুর"ত্ব রাখত না।[৮৩]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর বক্ষ ও কৃলব মোবারকের উপমা আল-কুরআনে অত্যন্ড় চমৎকার ভাবে সূরা আন-নূর-এর ৩৫ নং আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- 'আল-াহ আলো আসমান ও যমীনের। তাঁর আলোর উপমা এমনই যেমন- একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ, ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তুন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের; এর নিকটবর্তী যে সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো। আল-াহ আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং আল-াহ উপমা সমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য, এবং আল-াহ সব কিছু জানেন।'

হযরত 'আবদুল-াহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.)-এর নিকট আসলেন, অতঃপর বললেন, আমাকে

---

৮২. সূরা আলাম নাশরাহ্, আয়াত নং - ১।

৮৩. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

আল-াহ তা‘আলার উক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত হলো নূরী মুহাম্মদ সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর উদাহরণ। আল-াহর বাণী كمشكوٰة (দীপাধারের মত) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মুখ মোবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فيها مصباح (এতে প্রদীপ রয়েছে) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র ক্বলব তথা অন্তঃকরণ উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فى زجاجة (কাঁচের পাত্র) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক উদ্দেশ্য, তাঁর বাণী كانها كوكب درى (ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল হয়) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক থেকে মুক্তার ন্যায় চর্তুদিকে যে জ্যোতি বিকরণ হতো তা উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী- المصباح (প্রদীপ) দ্বারা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মোবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী- توقد من شجرة مباركة زيتونة (বরকতময় বৃক্ষ যায়তুনের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) বরকতময় বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলন করেছে। তাঁর বাণী- يكاد زيتها يضئ (এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পবিত্র মুখ মোবারকে না বললেও মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি নবী যেরূপ তৈল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আলোকিত হয়।[৮৪]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূরানী বক্ষ মোবারক সে পূতপবিত্র বক্ষ যার মধ্যে আল-াহ তা‘আলার রহস্যাবলী, মা‘রিফাত সমূহ এবং অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম ও কিনারাহীন মহাসাগর তরঙ্গায়িত হচ্ছে। প্রিয় হাবীব সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে মহান আল-াহ তা‘আলা যা কিছু হবে, হচ্ছে এবং হয়েছে সব কিছুর ‘ইলম দান করেছেন। আর তিনিও

[৮৪]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দুররুল মনসূর, খ. ১১, পৃ. ৬৪-৬৫।

অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দানে কৃপন নন। যেমন আল-াহ তা‘আলা বলেন,[৮৫]

و ماهو على الغيب بضنين এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে খাযিন বলেন,[৮৬]

يقول انه ياتيه علم الغيب و لايبخل به عليكم و يخبركم به -

আল-াহ তা‘আলা বলেন, এ মহান নবী সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট ‘ইলমে গায়ব আসে অতঃপর তিনি তাঁর সংবাদ দানে কার্পন্য করেন না এবং তোমাদেরকে তার সংবাদ প্রদান করেন।

আর মহান আল-াহ স্বীয় হাবীবকে যে কিতাব দান করেছেন তাতে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। কোন কিছুই বাদ যায়নি। যেমন আল-াহ তা‘আলা বলেন,[৮৭] ما فرطنا فى الكتاب من شئ - আমি কিতাবে কোন কিছুই বাদ দিইনি। এ মহান কিতাব প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন তিনি বলেন,[৮৮] ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ - আমি আপনার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম অবগত আছেন। অর্থাৎ ক্বিয়ামত কখন হবে ? কবে কোথায় ও কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে ? জলবায়ূতে কি আছে ? আগামী কল্য কি হবে ? এবং কার মৃত্যু কোথায় ঘটবে ? এ পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) সম্মক অবগত আছেন। ‘আল-ামা আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ সাভী (রহ.) বলেন,[৮৯]

الحق انه لم يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى اطلعه على تلك الخمس و لكنه امر بكتمها -

---

[৮৫]. সূরা তাকভীর : আয়াত নং- ২৪।

[৮৬]. তাফসীরে খাযিন : উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.

[৮৭]. সূরা আন‘আম : আয়াত নং- ৩৮।

[৮৮]. সূরা নাহল : আয়াত নং- ৮৯।

[৮৯]. তাফসীরে সাভী : খ. ৩, পৃ. ২৪৪।

প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, আমাদের নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি যতক্ষণ না ঐ পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়। কিন্তু তাঁকে সে গুলো গোপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম ‘আবদুল ওয়াহ্হাব শা‘রানী (রা.) বলেন,[৯০]

و اوتى علم كل شئ حتى الروح و الخمس التى فى اية ان الله عنده علم الساعة ـ

এবং নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান দান করা হয়েছে এমনকি রূহ এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেরও যে গুলোর বর্ণনা আয়াতে রয়েছে।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর ক্বলব মোবারকের অবস্থা এমন যে, তাঁর দু’চোখ মোবারক ঘুমায় কিন্তু তাঁর ক্বলব মোবারক ঘুমায় না। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল-াহর যিকির থেকে বিরত থাকেন না।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পেট মোবারক

হযরত ‘আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম কখনোই পেটভরে আহার করেননি এবং কোন সময় দারিদ্রের অভিযোগও কারো নিকট করেননি।[৯১]

তাঁর এ দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাধীন, যা নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নিকট ঐশ্বর্য অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল। নচেৎ তাঁর হস্ড় মোবারকে কি যে ছিল না ? পৃথিবীর ভান্ডার সমূহের চাবিকাঠি, আল-াহর সমস্ড় নি‘আমতরাজি এবং সৃষ্টিকুলের সমুদয় বরকত বিদ্যমান ছিল তাঁর অনুপম হাত মোবারকে।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, আল-াহ তা‘আলা আমাকে বলেছেন, যদি আপনি চান তা হলে আমি মক্কার

---

৯০. কাশফুল গোম্মা : খ. ২, পৃ. ৭৭।

৯১. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১১।

প্রস্ড়রময় ভূমিকে আপনার জন্যে স্বর্ণ বানিয়ে দেব, আমি ‘আরয করলাম, হে আমার প্রভু ! না, বরং আমি এটাই চাই যে,

اشبع يومًا و اجوع يومًا فاذا جعت تضرعت اليك و ذكرتك فاذا شبعت شكرتك و حمدتك ـ

একদিন পরিতৃপ্ত থাকব, এবং একদিন ভুখা থাকব। যখন ভুখা থাকব, তোমার সমীপে ক্রন্দন ও মিনতি করব এবং মনে প্রাণে তোমাকে স্মরণ করব আর যখন পরিতৃপ্ত থাকব, তোমার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করব।[৯২]

তাঁর দারিদ্র্যের অবস্থা এ ছিল যে, পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক রাত্রি অনবরত উপবাস থাকতেন এবং প্রায় তাঁদের র“টি হতো যবের র“টি। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) কখনো পাতলা র“টি আহার করেননি লাগাতার দু’দিন পেটভরে যবের র“টি আহার করেননি।

হযরত ‘আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি যাখন কোন সময় পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করি তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দারিদ্র্যের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তখন আমার কান্না আসে। আমি তাঁর ক্ষুধার আবস্থা দেখে কেঁদে উঠতাম এবং আমার হাত তাঁর পেট মোবারকে বুলিয়ে বলতাম, ক্ষুধার কারণে কেমন চাপা পড়ে গেছে।[৯৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং দেখলাম তিনি বসেই নামায পড়ছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) বললেন, ক্ষুধার কারণে। আমি অভিভূত হয়ে কাঁদতে শুর“ করি। তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) বললেন, কেঁদো না।

---

[৯২]. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২২।

[৯৩]. ‘আল-ামা শফি‘ উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯।

যে ব্যক্তি প্রতিদান ও সাওয়াবের নিয়তে ক্ষুধার্ত থাকে, সে ক্বিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।[৯৪]

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম প্রায় সময় ইফতার ও সাহরী বিহীন সাওমে ভিছাল রাখতেন।[৯৫]

তিনি এমন নূরানী মহা মানব ছিলেন তাঁর মল-মূত্র ও দেহ পরিত্যক্ত সকল দ্রব্য পূতপবিত্র ছিল।[৯৬]

হযরত উম্মে আয়মন বরকত (রা.) নামক একজন দাসী নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র পেশাব মোবারক পান করে ছিলেন। তাঁকে তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) বেহেস্ড়ের সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন।[৯৭]

হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন যুবায়র (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র রক্ত মোবারক পান করেছিলেন, ফলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।[৯৮]

উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দন্ড় মোবারক শহীদ হয়েছে, ওষ্ঠ মোবারকও বিক্ষত হয়ে যায়, যা থেকে রক্ত ঝরা শুর“ হয়, হযরত মালেক ইব্ন সিনান (রা.) তাঁর ওষ্ঠ মোবারক চুষতে শুর“ করলেন। যখন তিনি চুষছিলেন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বললেন, তা ফেলে দাও, তখন তিনি বললেন, আল-াহর কসম ! আমি আপনার রক্ত মোবারক মাটিতে নিক্ষেপ করব না এবং খেতেই থাকেন, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন,[৯৯]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا ـ

---

৯৪. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
৯৫. ইমাম বুখারী : আল-জামি‘, কিতাবুস সাওম।
৯৬. আবূ নু‘আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, পৃ. ৩৮০।
৯৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১।
৯৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮।
৯৯. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩০।

যে বক্তি কোন বেহেশতী মানুষকে দেখতে চায় সে যেন এ ব্যক্তি (মালিক ইব্ন সিনান) কে দেখে নেয়। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা খুবই সুগন্ধময়।

ক্বাদ্বী ইয়াদ্ব ও ‘আল-ামা যারক্বানী (রহ.) বলেন,[১০০]

যখন নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম পায়খানা করার ইচ্ছা করতেন তখন মাটি বিদীর্ণ হয়ে যেতো এবং তাঁর পায়খানা ও পেশাব মোবারক গিলে ফেলতো। ওখান থেকে প্রকৃষ্ট ও পবিত্র সুবাস ছড়াতো।

ইমাম বুয়ুসরী (রহ.) বলেন,[১০১]

جائت لدعوته الاشجار ساجدة + تمشى اليه على ساق بلا قدم

যখন আপনি বৃক্ষরাজিকে আহবান করেন তখন সেগুলো নিজেদের শাখা-পল-ব ঝুকিয়ে সিজদাকারীর মত চরণবিহীন কান্ডভরে আপনার ডাকে হাজির হয়েছে।

তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) দু’জাহানের বাদশাহ হয়েও দরিদ্র্যের মত জীবন যাপন করেছেন। তিনি আমাদের মত বাহ্যিক পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁর পানাহার ছিল উম্মতের জন্য শিক্ষার নিমিত্তে। তাঁর পরিত্যক্ত সবকিছু পূত-পবিত্র ও বরকতময়।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর চরণ মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র গোড়ালীদ্বয় ও বরকতময় চরণ যুগল কোমল ছিল। এমন সুন্দর ছিল যার তুলনা বিরল। যখন হাঁটতেন পা মোবারক গাম্ভীর্য ও নম্রতা সহকারে তুলতেন।

---

[১০০]. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৭।

[১০১]. কাসিদায়ে বোরদা।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[১০২] كان فى ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র গোড়ালীদ্বয় কোমল ও সুশ্রী ছিল।

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[১০৩] ولم يرى مقدمًا ركبتيه بين يدى جليس له - নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-ামকে কখনই মানুষের সম্মুখে তাঁর পা দিয়ে কিংবা মানুষের দিকে পা প্রসারিত করে বসতে দেখা যায়নি।

হযরত ‘আবদুল-াহ ইব্ন বোরায়দা (রা.) বলেন,[১০৪] নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম চরণ মোবারক সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১০৫] আমি নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম অপেক্ষা দ্রুত চলতে কাউকে দেখিনি। যখন তিনি (সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম) হাঁটতেন তখন মনে হতো যেন যমীন তাঁর জন্য সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়তাম এবং দ্রুত চলতে চেষ্টা করতাম আর তিনি সহজভাবে নিয়মিত চলতেন, তারপরও তিনি সবার আগে থাকতেন। নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম যখন পাথরের উপর চলতেন তখন তাতে তাঁর পা মোবারকের চিহ্ন বসে যেতো। অর্থাৎ পাথর নরম হয়ে যেতো।[১০৬] এটা হলো এমন পা মোবারক যার আঘাতে উহুদ পর্বত স্থীর হয়ে যায়, এবং বললেন, থেমে যাও, তোমার উপর একজন নবী একজন সিদ্দিক ও দু’জন শহীদ রয়েছে। আর এটা এমন চরণ মোবারক যা কোন ধীরগামী ও দূর্বল প্রাণীর উপর পতিত হতো তখন তা দ্রুতগামীও চালাক হয়ে যেতো।

---

১০২. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।
১০৩. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫২০।
১০৪. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৮।
১০৫. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।
১০৬. ‘আল-ামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১০৭] এক ব্যক্তি নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল-াহ ! আমার এ উষ্ট্রী অত্যন্ড় অলস ও ধীরগামী, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম তাঁর পা মোবারক দ্বারা ঠোকা দিলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শপথ করে বলেন, ঐ উষ্ট্রী এত দ্রুতগামী হয়ে যায় যে, কাউকে তার আগে যেতে দিতো না।

একবার হযরত 'আলী (রা.) অসুস্থ্য হয়ে যান, তখন নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম বলেন, হে আল-াহ ! তাঁকে আরোগ্য দান করুন এবং তাঁর পা মোবারক দিয়ে হযরত 'আলীকে ঠোকা দিলেন, হযরত 'আলী (রা.) সাথে সাথে সুস্থ্য হয়ে গেলেন।[১০৮]

এটা এমন পদযুগল যার বরকতে মক্কা ও মদীনা মোনাওয়ারা লাভ করেছে অতিরিক্ত সম্মান। এ হলো এমন পদযুগল যা সাহাবাগণ (রা.) চুম্বন করতেন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে।[১০৯]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পোষাক মোবারক

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পোষাক মোবারক ছিল সাধারণতঃ পাগড়ী, চাদর, জামা ও লুঙি। একদা মিনা বাজার থেকে পায়জামা ক্রয় করেছেন, তবে পরিধান করেছেন কিনা তার প্রমাণ নেই। প্রায় সময় সাদা পাগড়ী পরিধান করতেন। কোন কোন সময় সবুজ ও কাল পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। পাগড়ীর প্রান্ড় মোবারক কখনো খোলা রাখতেন আবার কখনো রাখতেন না। পাগড়ীর প্রান্ড় প্রায়ই উভয় স্কন্ধের মাঝখানে এবং কখনো কখনো

---

[১০৭]. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩।

[১০৮]. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, পৃ. ৩৮০।

[১০৯]. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

পৃষ্ঠ মোবারকের উপর রাখতেন। পাগড়ীর নিচে মাথা মোবারকের সাথে জড়ানো টুপি থাকত।[১১০]

তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) বলেছেন,[১১১]

فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس -

আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, আমাদের পাগড়ী টুপীর উপর থাকে।

তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) প্রায় সময় জামা পরিধান করতেন এবং সব সময় লুঙি ব্যবহার করতেন, শামী জুব্বাও পরিধান করেছেন যার হাতা এ পরিমাণ সংকীর্ণ ছিল যে, অযুর সময় উপরে তোলা যেত না। বরং হাত মোবারক তা থেকে বের করতে হতো। ইরানী জোব্বাও তিনি পরিধান করেছেন যার পকেট ও হাতাদ্বয়ে রেশমের আঁচল ছিল। ইয়ামানের ডোরাকাটা চাদর তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি বিভিন্ন রঙের যেমন-সাদা, সবুজ ও জাফরানী ইত্যাদি রঙের কাপড় পরিধান করেছেন। কিন্তু সাদা রং তাঁর অত্যন্ড় পছন্দনীয় ছিল। লাল চাদরও পরিধান করেছেন যা রেখাযুক্ত ছিল। সম্পূর্ণ লাল রঙের পোষাক তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) পাদুকা মোবারক ছিল খড়মের আকৃতির, প্রত্যেকটার দু'টো করে দু'ভাজ বিশিষ্ট ফিতা ছিল। একটা ফিতা বৃদ্ধাঙ্গুল ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুলের মাঝখানে এবং দ্বিতীয়টা অনামিকার মাঝখানে থাকত।[১১২]

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর পবিত্র পোষাক মোবারকের অনেক ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। যার বর্ণনা স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়।

উপসংহার

---

১১০. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।

১১১. আবূ দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুল লিবাস।

১১২. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম না অত্যাধিক লম্বা ছিলেন না বেঁটে বরং মাঝারী কায়া বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু যখন মানুষের সম্মুখে হতেন তখন সবার উপরে ও স্বতন্ত্র থাকতেন। মূলতঃ এটা ছিল তাঁর মু‘জিযা। যখন আলাদা থাকতেন তখন মাঝারী কায়া বিশিষ্ট সামান্য লম্বা হতেন এবং যখন অন্যান্যদের সাথে চলতেন বা বসতেন তখন সবার উপরে দেখা যেতো। হযরত ‘আলী (রা.) নবী করীম সাল-াল-াহু ‘আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর গঠন মোবারকের অতি উচ্চ পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত ‘আলীর (রা.) মুখেই আমরা শুনি। [১১৩]

لم يكن بالطويل الممغط و لا بالقصير المتردد و كان ربعة من القوم و لم يكن بالجعد القطط و لابالسبط كان جعدًا رجلا و لم يكن بالمطهم و لا بالمكلثم و كان فى الوجه تدويرًا ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش و الكتد اجرد ذو مسربة شثن الكفين و القدمين اذا مشى تقلع كانما يمشى فى صبب واذا التفت التفت معًا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرًا واصدق الناس لهجة و الينهم عريكة و اكرمهم عشيرة من راه بديهة هابه و من خالطه معرفة احبه يقول ناعته لم ارقبله و لابعده مثله صلى الله عليه و سلم ـ

তাঁর কায়া না লম্বা ছিল এবং না বেটে বরং তিনি ছিলেন মধ্যমদেহী। তাঁর চুল না অধিক কুঞ্চিত ছিল, না একেবারে সোজা, বরং সামান্য কোঁকড়ানো। তাঁর গোলগাল চেহারা না পাতলা ছিল, না মোটা। রং সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল না বরং তাঁর শুভ্রতায় ছিল রক্তিমাভ। তাঁর চক্ষুদ্বয় কালো ও চোখের পাতা ছিল দীর্ঘ। তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়া সবল এবং স্কন্ধ ছিল বলিষ্ঠ। তাঁর শরীর কেশ ছিল না, কেবল কেশ পুঞ্জের একটি রেখা ছিল নাভী থেকে বক্ষ পর্যন্ড়। যেন তা একটি বৃক্ষের শাখা। হাত ও পা ছিল বলিষ্ঠ, সবল ও মাংসপূর্ণ। যখন চলতেন

---

[১১৩]. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৭; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২২৯; ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান, কিতাবুল মানাক্বিব, হাদীস নং ৩৬৩৮; শামায়েল, প্রাগুক্ত পৃ. ১০

শক্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলতেন যেন তিনি ঢালু ভূমি অবরোহণ করছেন। এদিক ওদিকে তাকালে পূর্ণ শরীর সহকারে ফিরে তাকাতেন। উভয় স্কন্ধের মধ্যখানে ছিল মোহরে নবুয়্যাত এবং তিনি ছিলেন শেষ নবী। মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা দানশীল ও উদার, কথায় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, স্বভাবে সর্বাপেক্ষা কোমল, বংশ মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। যে কেউ তাঁকে হঠাৎ দেখত, তার উপর ভয়-ভীতি ছেয়ে যেতো এবং যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কথা বলত ও মেলামেশা করত, তার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হতো। মোটকথা তাঁর মত না তাঁর পূর্বে (কাউকে) দেখেছি, না তাঁর পরে। তাঁর প্রতি আল-াহর দরূদ ও সালাম হোক।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম আপাদমস্তক নূর, আবার তিনি অনুপম মানুষও। তাঁর পবিত্রতম সত্ত্বা ছিল রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি এবং এক একটা অঙ্গ ছিল আল-ার কুদরতের বিকাশস্থল। আল-াহ তায়ালা তাঁকে অতুলনীয়, অনুপম, অপরূপ ও অনন্যগুণে সৃষ্টি করেছেন। আ'লা হযরত (রহ.) কতইনা সুন্দর বলেছেন,[১১৪]

اللہ کی سرتابقدم شان ہیں ہے + ان سا نہیں انساں وہ انساں ہیں یہ
قران تو کہتا ہے کہ ایمان ہیں یہ + اور ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

'প্রিয় নবীর আপাদমস্তক আল-াহরই মাহাত্মের বহি:প্রকাশ।
তিনি মানব অথচ তাঁর মত দ্বিতীয় কোন মানব নেই। কুরআন তো বলছে- ইনি হলেন ঈমান আর ঈমান বলছে- ইনি আমার প্রাণ।'

আশেক্বে রসূল সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম, ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)- এর মন্তব্যটি এখানে প্রনিধানযোগ্য-[১১৫]

محمد گرچہ از جنس بشر ہست + نظیرش در جہاں لیکن محال ست

---

১১৪. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী: প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৫৯

১১৫. ইমাম শেরে বাংলা : দিওয়ান-ই-আযীয (বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) পৃ. ৩৫

'হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম যদিও মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাঁর উপমা গোটা বিশ্বেও পাওয়া অসম্ভব'।

وجود او کہ ازنورخداہست + زنور او ہمہ عالم ہویدہ است

'তাঁর সৃষ্টি হলো আল-াহর পবিত্র নূর থেকে, তাঁরই নূর থেকে গোটা বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে'।

وما علينا الا البلاغ

وصلى الله على حبيبه الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين-

আহকার

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

১৯ রজব ১৪৩৫ হি.

পরিশিষ্ট - ১

আল-াহ তা'আলার সৃষ্টির গূঢ় রহস্য কেবল চক্ষুস্মান ব্যক্তিরাই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম-

১. আল-াহ তা'আলা সর্ব প্রথম হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর মহান নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। সে নূর থেকে সমস্ড় মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য প্রতিটি সৃষ্টির অনু-পরমানুতে নূরের ঝলক বিদ্যমান।

২. আল-াহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন এ চার উপাদান দিয়ে। অতঃপর তাঁর মধ্যে নূরে মুহাম্মদী সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম স্থাপন করা হয়।

৩. হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত শীষ (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর নূর মোবারক নিষ্কলুস, বিশ্বাসী মূমিন মূমিনাতের মাধ্যমে হযরত আব্দুল-াহ (রা.)-এর কপাল মোবারকে অত:পর মা আমেনা (রা.)-এর রেহেম মোবারকে স্থানান্ড়রিত হয়েছে এবং তিনি (সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম) ৫৭০ খৃ. সালে এ পৃথিবীতে তশরীফ এনেছেন।

৪. আল-াহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাজরের হাড় থেকে স্বীয় স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন।

৫. আল-াহ তা'আলা হযরত ইসা (আ.)কে স্বীয় কুদরতে পিতাবিহীন সৃষ্টি করেছেন।

৬. আল-াহ তা'আলা অপরাপর সকল মানুষকে মা-বাবার ভালবাসার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, আল-াহ তা'আলা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নিয়মে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য আল-াহর হাবীব, নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-ামকে মাটির মানুষ বলা, রক্ত-মাংসে, দোষে-গুণে আমাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করা চরম বেয়াদবী। আল-াহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে নবুওয়াত ও রেসালত দান করার মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন। সুতরাং তাঁর শান-মান, ফযীলত ও মর্যাদা বুঝার আমাদের সকলকে তৌফিক দান কর্ন। আমীন

পরিশেষে বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম নূরের তৈরী, ছায়াবিহীন কায়াবিশিষ্ট, নিষ্কলুস-নিষ্পাপ, সর্বশ্রেষ্ট, সর্বোত্তম, সর্বগুণে গুনান্বিত, মানবীয় দুর্বলতামুক্ত একজন পরিপূর্ণ মহামানব।ওহে আল-াহ! তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর্ন।

অধম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

আগষ্ট - ২০১৪খৃ.

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম
২. ইমাম বুখারী : আল-জামি' আস-সহীহ
৩. ইবন হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী
৪. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' আস-সহীহ
৫. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি'
: শামায়েল (বাঙ্গানুবাদ)
মাওলানা মতিউর রহামন
৬. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যত ওয়া
মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ
শরী'আত।
৭. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান
৮. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ
৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত
১০. ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান
১১. ইমাম আ'যম : ক্বাসীদা
১২. ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব : আশ-শিফা
১৩. ইমাম সুয়ূত্বী : আদ-দুররুল মনসূর ও
আল-খাসায়িসুল কুবরা
১৪. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন
১৫. যারক্বানী : শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নীয়া
১৬. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ
১৭. 'আল-ামা শফি' উকাড়ভী : যিক্‌র-এ-জামীল (বঙ্গানুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দীন)
১৮. হালবী : সিরাতে হালাবীয়্যা
১৯. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ সাভী : তাফসীরে সাভী
২০. 'আবদুল ওহ্‌হাব শা'রানী : কাশফুল গোম্মা
২১. ইব্‌ন 'আসাকির : তারিখু মাদীনাতি দামেশক্ব
২২. সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক
শেরে বাংলা আল-ক্বাদেরী : দিওয়ান-ই-আযীয (বঙ্গানুবাদ:
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
২৩. 'আল-ামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমু' আরবা'ইনাত

পরম শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত পাঠকের নিকট আকুল আবেদন!

আল-াহ তা'আলাকে ভয় কর"ন, মৃত্যুর কথা স্মরণ কর"ন, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর"ন, সালাত প্রতিষ্ঠা কর"ন, নবী করীম সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সালাতু সালামের হাদিয়া পেশ করতে থাকুন, মাতা-পিতার খেদমত কর"ন, মরহুম মাতা-পিতার কবর যিয়ারত কর"ন,আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখুন, ইয়াতীম-মিসকিনের প্রতি সদয় ব্যবহার কর"ন, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন, ঘুষ-সুদ গ্রহণ ও প্রদান থেকে বিরত থাকুন, দ্বীনি ইলম অর্জন কর"ন, হক্কানী আলেম-ওলামাদের শ্রদ্ধা কর"ন, ছেলে-মেয়েদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত কর"ন, আল-াহর মহান ওলিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর"ন,সুযোগ হলে লেখকের বিখ্যাত **ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম** এবং **নূর তত্ত্ব** গ্রন্থ দুটি মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন কর"ন, শরীয়ত মতে জীবন যাপন কর"ন। আল-াহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমলে ছালেহ করার তৌফিক দান কর"ন। আমীন।

নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম-এর অতীব বরকত মন্ডিত, সুগন্ধময়, জ্যোর্তিময়, পূতপবিত্র, শরীর মোবারকের অসাধারণ, আকর্ষণ ও অপরূপ সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে রচিত অত্র গ্রন্থটি সুধী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফলে অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। তাই বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ধর্মানুরাগী জনাব **জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর** তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় পিতা **মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম** ও মাতা **মরহুমা আয়েশা খানম-এর** রূহের মাগফেরাতের জন্য **''হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল-াল-াহু 'আলাইহি ওয়াসাল-াম''** গ্রন্থটির এক হাজার কপি নিজ বধান্যতায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল-াহ তা'আলা তাঁকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান কর"ন। আমীন।

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ .

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

بِوَسِيْلَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

ইতি-

প্রকাশক